০৩। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রবি/২০২২-২৩ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, শীতকালিন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ প্রণোদনা কর্মসূচির **বাস্তবায়ন পদ্ধতি, 'কৃষক তথ্য ছক' ও পরিশিষ্ট-'ক' তে উল্লিখিত বীজ ও সারভিত্তিক জেলাওয়ারী বিভাজন** মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

০৪। **কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং এ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয়ের শর্তাবলী :**

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে ;

২. উপকরণ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

৩. তেল জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে রবি/২০২২-২০২৩ মৌসুমে তেল জাতীয় ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে যে সব নতুন এলাকায় আবাদ সম্প্রসারণ হবে সে সব এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৪. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি যথাসম্ভব দ্রুত বিগত রবি ফসল আবাদের জমি ও রবি ফসল আবাদ সম্ভাবনার নিরিখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন। জেলা অফিসের জন্য পরিবহন খাতের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়া অবশিষ্ট সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করবেন। পরিবহন খাতের অর্থ উপজেলার দূরত্ব অনুসারে ও বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে ছাড় করবেন;

৫. রবি/২০২২-২০২৩ মৌসুমে গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, শীতকালিন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এ অনুদান সহায়তা পাবেন। প্রণোদনাভূক্ত এসব ফসল (গম, ভূট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, শীতকালিন পেঁয়াজ, মুগ, মসুর ও খেসারি) চাষের জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত প্রতি কৃষক যে কোন একটি ফসলের জন্য বীজ ও রাসায়নিক সার পাবেন। একজন চাষী পরিবারকে যে কোন একটি ফসলের বেশী প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে না;

৬. একজন কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ২০ (বিশ) কেজি করে গম বীজ অথবা ০২ (দুই) কেজি করে ভূট্টা হাইব্রিড বীজ অথবা ০১ (এক) কেজি করে সরিষা বীজ অথবা ০১ (এক) কেজি করে সূর্যমুখী হাইব্রিড বীজ অথবা ১০ (দশ) কেজি করে চিনাবাদাম বীজ অথবা ০৮(এক) কেজি করে সয়াবিন বীজ অথবা ০১ (এক) কেজি করে শীতকালীন পেঁয়াজ বীজ অথবা ০৫ (পাঁচ) কেজি করে মুগ বীজ অথবা ০৫ (পাঁচ) কেজি করে মসুর বীজ অথবা ০৮ (আট) কেজি করে খেসারি বীজ পাবেন পাবেন;

৭. কৃষক প্রতি মিনি প্যাকেটের ঝামেলা ও ওজন কমের বিড়ম্বনা এড়াতে সারের বস্তা ভেঙ্গে আলাদা কৃষককে না দিয়ে এ কর্মসূচির আওতায় সার সহায়তা হিসেবে গম, সরিষা, সূর্যমুখী, সয়াবিন ও শীতকালীন পেঁয়াজ ফসলের জন্য অনুমোদিত তালিকাভূক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপকে ৫০ কেজি ওজনের ১ (এক) বস্তা ডিএপি ও ১ (এক) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে। গ্রুপের চাষীরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ১০ (দশ) কেজি ডিএপি ও ১০ (দশ) কেজি এমওপি সার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন;

৮. অনুরূপভাবে চিনাবাদাম, মুগ, মসুর ও খেসারি ফসলের জন্য অনুমোদিত তালিকাভূক্ত প্রতি ১০ (দশ) জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপকে ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ০১ (এক) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে। গ্রুপের চাষীরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ১০ (দশ) কেজি ডিএপি ও ৫ (পাঁচ) কেজি এমওপি সার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন;

৯. অনুরূপভাবে ভূট্টা ফসলের জন্য অনুমোদিত তালিকাভূক্ত প্রতি ০৫ (পাঁচ) জনের এক একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপকে ০২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ০১ (এক) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে। গ্রুপের চাষীরা প্রতিজনে বিঘা প্রতি ২০ (বিশ) কেজি ডিএপি ও ১০ (দশ) কেজি এমওপি সার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবেন;

১০. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়াই প্রকৃত তালিকাভূক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা এক জনের উপরকণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

১১. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি অফিসার এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত) প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ সহায়তা অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাষ্টাররোল সংরক্ষণপূর্বক উপকরণ বিতরণ করেবেন। মাষ্টাররোলে অবশ্যই উপকরণ গ্রহণকারী কৃষকের ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি ও মোবাইল নম্বর যুক্ত করতে হবে। মাষ্টার রোলে উপকরণ গ্রহণকারী কৃষক স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করবেন। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এতে স্বাক্ষর করবেন এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এতে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

চলমান পাতা-৪

১২. উপজেলা ও জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক কৃষক তালিকা চূড়ান্ত করার পর 'কৃষক তথ্য ছক' পূরন করে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরপূর্বক উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

১৩. শুধুমাত্র ভূট্টা বীজের ক্ষেত্রে স্থানীয় আবহাওয়া ও এলাকা উপযোগী যার ফলন হেক্টর প্রতি ১২ টন বা ১২ টন এর অধিক ফলনশীল এফ ১ সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড জাতের ভূট্টা বীজ বিএডিসি হতে সংগ্রহ করার পর আবশ্যিকভাবে বিএডিসি'র প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে অবশিষ্ট বীজ (যদি থাকে) আর্থিক বিধি মোতাবেক ক্রয় করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে;

১৪. সূর্যমুখীর ক্ষেত্রে খাটো জাতের (বারি সূর্যমুখী-২, বারি সূর্যমুখী-৩, হাইসান-৩৩ ও হাইসান-৩৬) এলাকা উপযোগী হাইব্রিড জাতের বীজ বিএডিসি থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বিএডিসি হতে সংগ্রহ করার পর আবশ্যিকভাবে বিএডিসি'র প্রত্যয়ন সংগ্রহ করে অবশিষ্ট বীজ (যদি থাকে) (বারি সূর্যমুখী-২, বারি সূর্যমুখী-৩, হাইসান-৩৩ ও হাইসান-৩৬) যার ফলন হেক্টর প্রতি ২ (দুই) টন বা তার অধিক ফলনশীল বীজ সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক ডিএই'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ আমাদানিকারক/ব্যবসায়ীর নিকট হতে ক্রয় করা যাবে।

১৫. সকল প্রকারে বীজ আবশ্যিকভাবে বিএডিসি হতে সংগ্রহ করতে হবে। যদি বিএডিসি কোন বীজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় তবে বিএডিসি'র নিকট হতে বীজ সরবরাহের অপরাগতার প্রত্যয়ন পত্র (বীজের পরিমাণসহ) সংগ্রহ করে ডিএই'র আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প এবং কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়ে) প্রকল্প ভুক্ত এসএমই কৃষকের নিকট হতে সরাসরি উক্ত পরিমাণ বীজ ক্রয় করা যাবে । সূর্যমুখী হাইসান-৩৩ নির্ধারিত জাতের বীজ সরবরাহ পাওয়া না গেলে, অবশিষ্ট বীজ মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর অনুমোদন নিয়ে আর্থিক বিধি মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে একই জাতের মানসম্মত বীজ ক্রয় করতে হবে;

১৬. সকল প্রকার ব্যয় ও সমন্বয় আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরন করে করতে হবে। কর্মসূচির সার বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকী মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থাতেই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;

১৭. কর্মসূচির প্রকৃত সুফল প্রাপ্তির জন্য যথাসম্ভব দ্রুত এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমাপ্ত হবে, কোনোভাবেই বিলম্বে গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকরণ বিতরণ শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় বিবরণী মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

১৮. যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার) এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে;

১৯. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিষ্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে;

২০. প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে; এবং

২১. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে চলমান অন্যান্য পুনর্বাসন কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা যাতে না হয় সে বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

আ.ফ.ম আলমগীর কবীর
সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪
মোবাইল ০১৮৫৬৩৪৩৩৩৬
E-mail input2@moa.gov.bd/moa.input2@gmail.com

চলমান পাতা-৫